দৈনিক খবর

তারিখ 29 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

৮

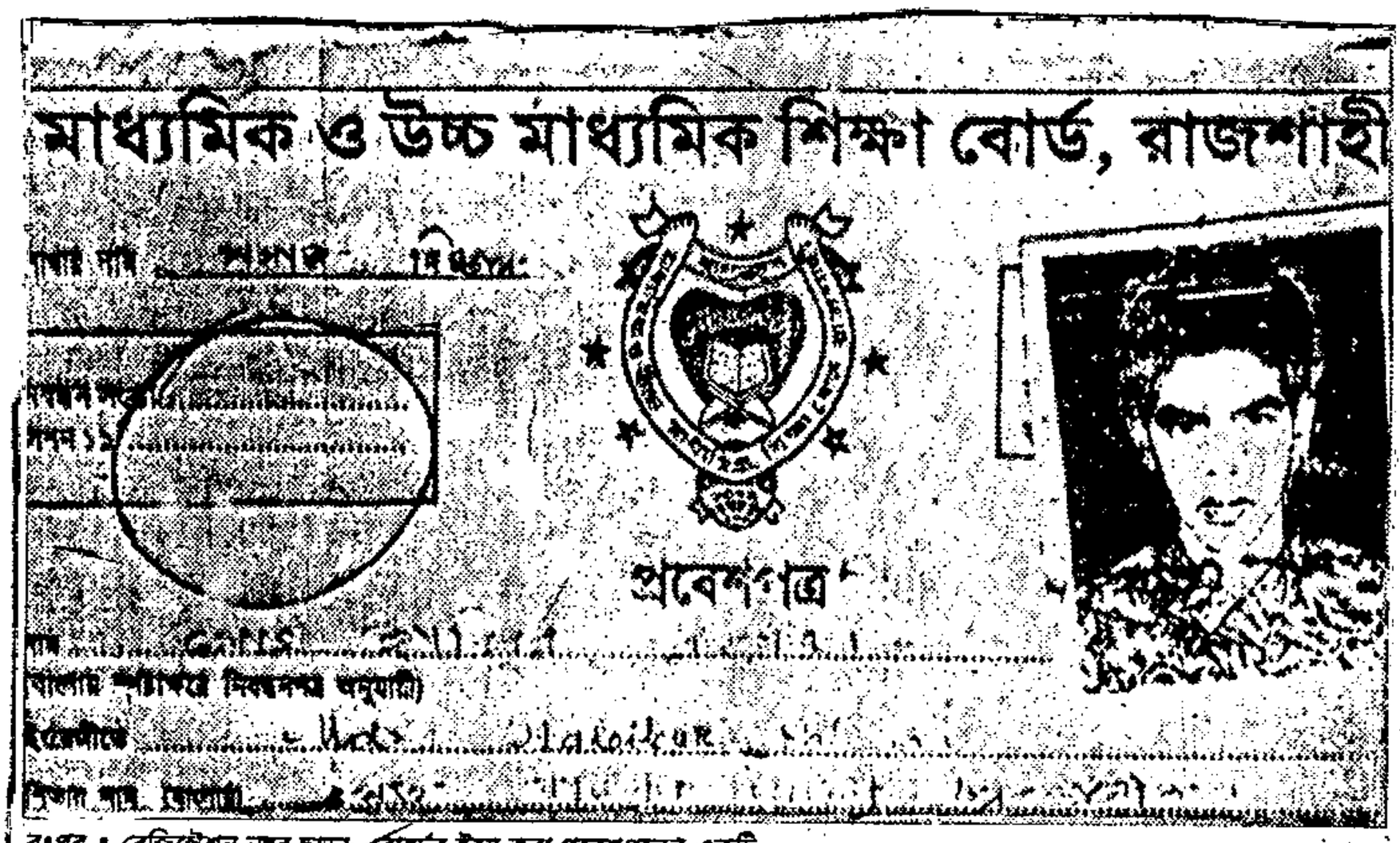

রংপুর : রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া বোর্ডের ইস্যু করা প্রবেশপত্রের একটি

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড ঃ রংপুর অঞ্চলে

৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে

।। লিয়াকত আলী বাদল ।।

রংপুর অঞ্চলের ৫টি জেলায় প্রায় ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী রাজশাহী বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই প্রবেশ পত্রের মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। ফলে এইসব ছাত্র-ছাত্রী চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া প্রবেশ পত্রের মাধ্যমে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে এদের কেউই নবম শ্রেণীতে কোন বিদ্যালয়েই পড়াশুনা করে নাই এবং এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের কারই ১৯৯১ সালের নবম শ্রেণীর ভর্তি রেজিস্টারে নাম নেই এবং বেতন প্রদানের কোন রশিদ নেই। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক হলেও সত্য এই ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী রংপুর অঞ্চলের ৫টি জেলার বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষককে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করে ভুয়া ভর্তি হয়ে রাজশাহী বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার সহায়তায় এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রতারিত হয়েছে।

এ ধরনের একটি ঘটনা সম্প্রতি ফাঁস হয়ে পড়েছে কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার ধলডাঙ্গা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে। জানা গেছে, এই বিদ্যালয়ে এ ধরনের ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই প্রবেশ পত্রের মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু এই ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয়ার পর সম্প্রতি জানতে পেরেছে যেহেতু তাদের বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নেই তাই তাদের পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। অথচ এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১২ জন ছাত্রের প্রত্যেক-এর কাছে ২ হাজার টাকা করে নিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে সুযোগকরেদিয়েছে।

সাধারণভাবে নিয়ম হচ্ছে একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী যখন নবম শ্রেণীতে পড়বে তখনই তার সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কাছে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়ের পর আর কোন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না অথচ রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখায় কর্মরত এক শ্রেণীর কর্মচারীর সহায়তায় রংপুর অঞ্চলের কতিপয় বিদ্যালয়ের কিছু অসাধু শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে ভুয়া ভর্তি দেখিয়ে এসএসসি পরীক্ষা দেবার সুযোগ করে দেবার নাম করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতারিত করছে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।